R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. WB/MSD-09

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী, চেয়ার, টেবিল,
খাট, সোফা ইত্যাদি
যাবতীয় ফার্ণিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯২শ বর্ষ
৪৭শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৯শে চৈত্র, বুধবার, ১৪১২ সাল ।
১২ই এপ্রিল ২০০৬ সাল ।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

দাবী মেনে নেওয়ায় স্টেট ব্যাংকের লাগাতার ধর্মঘট উঠে গেল

বিশেষ সংবাদদাতা : শেষ বেতনের ৫০ শতাংশ পেনশনের দাবীর সাথে অন্যান্য শিল্পের সমহারে পেনশন বিক্রী, পেনশনের উপর সমহারে মহার্ঘ ভাতা এবং পারিবারিক পেনশন প্রভৃতি অমীমাংসিত দাবী আদায়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য ঐতিহাসিক শিল্প ধর্মঘটে সামিল হতে বাধ্য হয়েছিলেন অল ইন্ডিয়া স্টেট ব্যাংক স্টাফ ফেডারেশন এবং অল ইন্ডিয়া স্টেট ব্যাংক অফিসার্স ফেডারেশনের ২,১০,০০০ সদস্য। ধর্মঘট শুরু হয় গত ৩ এপ্রিল শেষ হয় ৯ এপ্রিল ২০০৬ । ধর্মঘটি ব্যাংক কর্মচারীদের মূল দাবী—চাকরী জীবনের শেষে মূল বেতনের ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি। এই নিয়ম অবসরের পর সরকারী-বেসরকারী কর্মীদের জন্য প্রযোজ্য হলেও ব্যতিক্রম কেবলমাত্র স্টেট ব্যাংক কর্মচারীরা। বর্তমানে সাধারণ কর্মচারীদের সর্বোচ্চ পেনশনের পরিমাণ ৪ ২৫০ টাকা মহার্ঘভাতাসহ। এই সর্বোচ্চ সীমা ধার্য হয়েছিল ১৯৯২ সালে ষষ্ট দ্বিপাক্ষিক চুক্তির সময়। প্রায় দু দশকের মধ্যে ১৯৯৭ ও ২০০২ সালে সংশোধিত হলেও পেনশন কাঠামো অপরিবর্তিতই থেকে গেছে। অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের মৃত্যুর পর তাদের বিধবা পত্নীরা যে পারিবারিক পেনশন পেয়ে থাকেন তা অত্যন্ত লজ্জাজনক। কর্মীদের বেতন কাঠামো অনুযায়ী মাসে ৩০০ টাকা থেকে ১০০০ টাকার। কর্মীদের সর্বাত্মক দীর্ঘকালীন আন্দোলনের ফলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ উর্দ্ধসীমা ছাড়াই শেষ বেতনের ৫০ শতাংশ পেনশন হিসেবে প্রদানের সুপারিশ করলেও কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক কোন এক অজ্ঞাত কারণে এই দাবী মেনে নেওয়ার ব্যাপারে অনড় ছিলেন। এই প্রসঙ্গে আরও জানা যায়, বাড়তি প্রয়োজনীয় অর্থের সংকুলনের কোন দায় বর্তমান সরকারের ছিল না। কেননা কেন্দ্রীয় কোষাগার থেকে নয়, বাড়তি অর্থ দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল কর্মীদের নিজস্ব পেনশন তহবিল থেকে, যা গড়ে উঠেছে তাঁদেরই পরিশ্রমজনিত ব্যাংকের লভ্যাংশ থেকে। বর্তমানে এই টাকার পরিমাণ ১০ হাজার কোটি টাকা। গত বছরে ব্যাংকের মোট আয় থেকে অনাস্থায়ী ঋণের দায় হিসেবে সরিয়ে রাখা হয়েছিল ১ হাজার দুশো সত্তর কোটি ১২ লক্ষ টাকা, যা আদায়ের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার এবং ব্যাংক কর্তৃপক্ষের চরম উদাসীনতা অবাক হওয়ার মতো (শেষ পৃষ্ঠায়)

রেশন কার্ড নিয়ে হয়রানি বাড়ছেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : বর্তমানে মোটা কাগজের যে রেশন কার্ড চালু আছে তার বেশীর ভাগই বহুদিনের পুরোনো এবং ব্যবহারের অযোগ্য। সরকার থেকে রাজ্যে নতুন রেশন কার্ড দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও তা কার্য্যকর হয়নি। প্রতিটি পরিবারে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের, এমনকি যারা মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে গেছেন তাদেরও রেশন কার্ড হচ্ছে না। ডুপ্লিকেট রেশন কার্ডের জন্য নির্দ্ধারিত ৩নং ফরমে আবেদন করেও দিনের পর দিন মানুষকে হয়রান হতে হচ্ছে। অধিকাংশ লোকের মূল রেশন কার্ডের সম্পূর্ণ, অর্দ্ধেক বা আংশিক থাকা সত্ত্বেও সমসেরগঞ্জ থানার ফুড ইন্সপেক্টর জনগণকে থানায় ডায়েরী করে আনতে বাধ্য করাচ্ছেন। অথচ কোন জিনিষ বা রেশন কার্ড হারালে বা চুরি গেলে ডায়েরী করা নিয়ম। থানাও এ সুযোগে দিনের পর দিন লোককে নানাভাবে হয়রান করছে।

ডাক্তার বা স্বাস্থ্যকর্মীরা থাকেন না তাই পরিষেবা বাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীনে মনিগ্রাম উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে চালু থাকলেও বর্তমানে একরকম অচল। সেখানকার ডাক্তার বা কর্মীরা সপ্তাহের মধ্যে তিন দিন মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার অন্যত্র স্বাস্থ্য শিবিরে নিযুক্ত থাকছেন। পুরো মার্চ মাস এভাবেই চলেছে। এদিকে লালগোলা এলাকাসহ আশপাশ গ্রামের বহু রোগী চিকিৎসার উদ্দেশ্যে প্রবল রোদ মাথায় নিয়ে মনিগ্রাম স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এসে কাউকে না পেয়ে হয়রান হচ্ছেন। এখানে স্বাস্থ্য পরিষেবার (শেষ পৃষ্ঠায়)

দলাদলিতে অন্নপূর্ণা পুজো বন্ধ হয়ে গেল

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর বাসন্তীতলা ক্লাবের উদ্যোগে বাসন্তী পুজো জাঁকজমকের সঙ্গে শেষ হলেও পাশাপাশি অন্নপূর্ণাতলার আঠান্ন বছরের অন্নপূর্ণা পুজো বন্ধ হয়ে গেল। গত পুর নির্বাচনে পাড়ার মধ্যে রাজনৈতিক দলাদলির কারণেই নাকি এবার পুজো বন্ধ থাকলো বলে খবর।

নাবালিকা মা হলো

নিজস্ব সংবাদদাতা : সামসেরগঞ্জ থানার নতুন মালঞ্চা গ্রামের দিন মজুর বিশু দাসের নাবালিকা কন্যা কাকলি (১৩) গত ১৮ মার্চ কন্যা সন্তান প্রসব করে। খবরে প্রকাশ, ঐ গ্রামের বিত্তশালী ব্যক্তি অখিল দাসের পুত্র রিঙ্কুর লালসার শিকার হয় কাকলি। এর ফলে কাকলির পেটে বাচ্চা আসে। রিঙ্কুর বাবা অখিল দাস পুলিশকে হাত করে শেষে কোর্টের নির্দেশে তিনি এবং তাঁর দুই ভাই গ্রেপ্তার হন। রিঙ্কু গা ঢাকা দেয়। জামিনে মুক্তি পেয়ে ধুলিয়ানের একটা গোষ্ঠীর চাপে অখিল কাকলির সঙ্গে (শেষ পৃষ্ঠায়)

সর্বেভ্যো মেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৯শে চৈত্র, বুধবার, ১৪১২ সাল।

বারে বারে নূতন

চৈত্র অবসিত। বাউল বসন্ত পশ্চিম আকাশে ঝড়ের নিশান তুলিয়া বিদায়ের পথে। শেষ করিয়া গেল ফুল ফোটাইবার ক্ষেপামি। তপঃ ক্লিষ্ট তপ্ত তনু লইয়া আসিতেছে রুদ্র বৈখাখ। তাই প্রকৃতির আঙিনায় চলিতেছে পালা বদলের পালা। ঋতু চক্রের আবর্তনের ফলেই চলিতেছে এই পরিবর্তন। পুরাতন হইতেছে বিসর্জিত, নূতনের হইতেছে বোধন। নিত্যকালের যাওয়া আসার মধ্যে চলিতেছে এই অনুবর্তন, এই বিসর্জন ও বোধন।

বাঙালীর জীবন থেকে চলিয়া গেল ১৪১২ বঙ্গাব্দ। খ্যাতি-অখ্যাতি, ঘটনা-দুর্ঘটনা, উত্থান-পতন, আনন্দ-বিষাদ, স্মৃতি-বিস্মৃতির রূপরেখা টানিয়া জীবনের বোঁটা হইতে ঝড়িয়া গেল একটি বছর।

আসিতেছে ১৪১৩ সাল। আসিতেছে বৈশাখ। শুরু হইতেছে নূতন বৎসরের পরিক্রমা। নূতন বৎসরের প্রথম অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মনে জাগিবে অনেক প্রত্যাশা, সম্ভাবনার কথা। মুহূর্তের জন্য ভুলিয়া যাই 'লাভ-ক্ষতি, টানাটানি, কলহ, সংশয়।' নিত্য দিনের ধূমাঙ্কিত জীবনের কালিমাকে মুছিয়া আলোকের ঝর্ণা ধারায় শুচি স্নাত হইয়া উঠি কিছুটা সময়। তারপর আবার আরম্ভ হইয়া যায় জীবন জীবিকার টানাপোড়েন। ইহাই তো আমাদের একদিন প্রতিদিনের জীবন। দুঃখের, অভাবের, বেদনার বারমাস্যা তো আছেই তিনশো পঁয়ষট্টি দিন জুড়িয়া। তবুও বর্ষ শুরুর ঐ মঙ্গলালোকে আনন্দলোকে ক্ষণিকের জন্য অবগাহন করিয়া বলি ঃ তুমি বারে বারে নূতন, ফিরে ফিরে নূতন। তোমারে জানাই স্বাগত।

'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকা মহকুমার একটি বর্ষীয়ান সাপ্তাহিক। সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এই পত্রিকা জনসেবায় নিযুক্ত রহিয়াছে। আমরা পূর্বসূরীদের মতই অন্যায়, অবিচারের নির্ভীক প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছে। কোন শক্তির কাছে নতিস্বীকার করি নাই। ইহার জন্য সময় সময় পত্রিকাটি কোন পক্ষের রোষবহ্নির শিকার হইয়াছে; তবু সে তাহার লক্ষ্য তথা আদর্শভ্রষ্ট হয় নাই। আমাদের মূলধন সর্বশ্রেণীর মানুষের আন্তরিক ভালবাসা।

'জীর্ণ পুরাতন যাক্ ভেসে যাক্'

—মানিক চট্টোপাধ্যায়

চৈত্রমাসের শেষ ক'দিনের দাবদাহ স্মরণ করিয়ে দেয় ওপার বাংলার গীতিকার ৺সুরেন চক্রবর্তীর একটি প্রচলিত লোক গানের কয়েকটি কলি ঃ

'চৈত্রের খরাতে বুঝি পুড়িল আসমান
লাঙল চলেনা বাজান,
খরার তাপে কলিজা কাঁপে
হইলাম পেরেসান।'

এভাবেই মানুষের কলিজা কাঁপিয়ে চৈত্রের অবসান ঘটে। আসে নূতন বৎসর। মৌনীতাপস বৈশাখ। বৈশাখের প্রথম দিনেই এক নষ্টাল্জিয়া মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। গ্রামে তখনও প্রবেশ করেনি বাস লরি ইত্যাদি যান। রাস্তাঘাট বলতে সেই বাদশাহী সড়ক। কোথাও বা মেঠো পথ। গ্রামের বাইরে দূরের রেল লাইন দিয়ে 'ঝিক্‌ঝিক্' ধ্বনি তুলে চলে যেত সীমিত কয়েকটি ট্রেন। সন্ধ্যার পরেই নেমে আসত ঘন কুচকুচে কালো চুলের মতন অন্ধকার। বিজলী আলোর রোশনাই তখন স্বপ্নের মত। দূরদর্শন তো দূরের কথা। দু' চারজন সৌভাগ্যবান বিত্তবানদের বাড়িতে রেডিওসেট। তবুও ছিল আনন্দ। অনাবিল শান্ত পরিবেশ। পয়লা বোশেখের অনেক আগে দু-চারটি সস্তা কাগজের 'গণেশ' মার্কা কার্ড আনন্দের বার্তা বহন করে আনত। (৩য় পৃষ্ঠায়)

লালু চন্দ্রিকা

শীলভদ্র সান্যাল

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ লালু মুখচন্দা।
রেলওয়ে টিকট ফেয়ার ন বাঢ়ল
পরিবার ভেল নিরদন্দা।
ঘন ঘন লালু প্রসাদ পদ-পঙ্কজ
পরশিতে প্রাণে গেল আশ।
তুহুঁ জননায়ক জগতে কহায়সি
ম্যায় হুঁ তো জনগণ দাস!
টিরেন কা ডাব্বা গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দিল ভেল খুশ!
বিহার ক কুঁসি সবহুঁ খোয়ায়লুঁ
অব তুঝ হৈল এ হুঁশ!
তোহারই বাজেট 'পর বিজুরী চমকতি
সব কুছ বিহার মে গেল!
থরহরি কম্প নীতীশকুমার
হৃদে হায় বিন্ধিল শেল!
'গরীবো কা মসীহা' লালু প্রকাশিল
ওষ্ঠে মুহু মুহু হাস!
ধরম-পত্নী-তুঝ গদী 'পর ফিরব
নাহি সন্দেহ অবকাশ!

১৪১২—ফিরে দেখা

স্মরণ দত্ত

'বর্ষ হয়ে আসে শেষ দিন হয়ে এল সমাপন
চৈত্র অবসান
গাহিতে চাহিছে হিয়া পুরাতন ক্লান্ত বরষের
সর্বশেষ গান।'

চৈত্র বিগত প্রায়। একটি বছরের ক্যালেন্ডারের পাতা শেষ হবে, পড়ে রবে শুধু ছবি। শুধু স্মৃতি, সত্তা আর ভবিষ্যৎ। ১৪১২। চলে যাচ্ছে। এভাবেই কত গোচরে অগোচরে চলে যায় কত দিন, কত মাস, কত বছর। পড়ে থাকে শুধু ইতিহাস। ইতিহাস সততই শিক্ষাদীপ। বিবর্তন যদি হয় ইতিহাসের সারসত্য ধারা তবে চোদ্দশ বারো সালের ধ্রুবপদটি হলো সংস্কার বা পরিবর্তন। উন্নয়ন সংস্কার, উদারনীতিতে কেন্দ্রীভূত একটি বছর। সংস্কারপন্থী কার্যক্রমের প্রবাহিত স্রোত মনমোহন সিং। সৌজন্য বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য। যিনি জানিয়ে দিয়েছেন কৃষিতে প্রথম হয়ে এবার শিল্পেও এক নম্বরে যেতে চায় পশ্চিমবঙ্গ। শিল্পায়নের প্রগতিকে হাতিয়ার করেই এ বছর কলকাতার সফলতম মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে হারিয়ে বিকাশ ভট্টাচার্যের আগমন এক কথায় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্যের শিল্পায়নগত স্বচ্ছশুভ্র ভাবমূর্তির জয়জয়কার। ইন্দোনেশিয়ার সালেম গোষ্ঠীর এ রাজ্যে ব্যাপক বিনিয়োগের ইচ্ছা প্রকাশ, বেআইনী জমি কিছুতেই থাকতে দেওয়া চলবে না—এই অঙ্গীকারে রেল কলোনী উচ্ছেদ, হকার বা বস্তি উচ্ছেদ, যত বেশী সম্ভব মানুষকে বাজারমুখী করে তোলার উদ্যোগ ইত্যাদি ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো সবই আসলে শিল্পমহলের কাছে সদিচ্ছা প্রকাশের বার্তা। এ বছর তাই পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা দেশের কাছে এক আলোকদ্যুতি—পরিবর্তন—'দিকে দিকে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে।'

কিন্তু অপরদিকে প্রদীপের নীচে সেই অন্ধকারের ছবি তো রয়েই গেল বছরটাতে। তাকেও তো সঙ্গী করতে হবে। কারণ কাব্যকথা বলে—ভালো-মন্দ সুখ-দুঃখ, অন্ধকার আলো, মনে হয় সব নিয়ে এ ধরণী ভালো। শুধুমাত্র বাঙালী সন্তানের অপরাধে ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র অধিনায়ক সৌরভের অপসারণ তো বঞ্চনার একটি নতুন সংযোজন। (৩য় পৃষ্ঠায়)

১৪১২—ফিরে দেখা (২য় পৃষ্ঠার পর)

খেলার জগতে নষ্কারজনক ঘটনার দৃষ্টান্ত হিসাবে দেড় লক্ষ টাকা ঘুষ নিতে গিয়ে হাতে নাতে ধরা পড়েন শুল্ক দফতরের কর্মী, ইষ্টবেঙ্গলের কোচ সুভাষ ভৌমিক, তেমনি উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্তের স্বাক্ষর হিসাবে টেনিস তারকা সানিয়া মির্জার অভাবনীয় উদ্ভাবন, সদ্য চলা কমনওয়েলথ্ গেমসের বাংলার খেলোয়াড়দের নজরকাড়া সাফল্য সুবার্তার ইঙ্গিত। আর ওদিকটাতে তো তাকাতে নেই। কারণ ও পাড়ায় আছে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ছবি। ডাক্তার নাই, চিকিৎসা নাই, ওষুধ নাই—এই অতি পরিচিত ব্যবস্থাকে ছাপিয়ে এ বছর আরোও বিধ্বস্ততার নজির। 'পিঁপড়েতে রোগিণীর চোখ খুবলে খায়', মশাবাহিত জ্বর ডেঙ্গুতে মারা যায় ১০০ জন মানুষ কলকাতাসহ বিভিন্ন জেলায়, সমীক্ষায় বলছে এ মুহূর্তে প্রতিটি মিনিটে একজন টিবি রোগে মারা যাচ্ছে। এডস্ এর মাত্রা এ রাজ্যে ক্রমাগত বর্ধমান।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির ইতিহাস এ বছর কিছু নতুন বার্তা বহন করার ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছে কি ? রাজনীতির জ্যোতিষী হলে অবশ্যই বলে দিতাম। নতুনবার্তা বিরোধী দলের হিসাব নিয়ে নয়। কারণ সেখানে নাস্তানাবুদের একই দৃষ্টান্ত। জোড়াখুনের ঘটনায় ১৯শে নভেম্বর গ্রেফতার হয়েছিল রাজ্যের কংগ্রেস সাংসদ অধীর চৌধুরী। মমতা ব্যানার্জীর একই শ্লোগান—পরিবর্তন চাই। একের পিঠে এক চাই। অপরদিকে তরমুজপন্থী প্রণব-প্রিয়বাবুদের যেন তেন প্রকারেন দিল্লীর চেয়ারে ফেভিকল লাগিয়ে বসে রাজ্য রাজনীতির লুডুখেলা। এসব নিয়েই বছরভর কেটে গেল। আর এ সব সোজা অংকের হিসাব তো ইনফ্যান্টের ছাত্ররাও করতে পারবে। কিন্তু প্রশ্নটা হলো সোনার সিংহাসন এই বসন্তমধুর পবনেও আতঙ্কে কেঁপে উঠছে কেন যখন রাঢ় বাংলায় মাওবাদীরা মাঝেমধ্যেই 'ম্যাও ম্যাও' হাঁক দিচ্ছে। কখনও কখনও খ্যাঁক খ্যাঁক কামড়েও দিচ্ছে। বাঘের মাসি বলে কথা ! অন্য আতঙ্ক ঐশ্বরিক আঘাত—দলের 'হাট" অনিল বিশ্বাসের জীবনাবসান।

এই তীব্রতম আতঙ্কের কারণ আতঙ্কবাদীরা নয়। ১৪১২ শুধু বছরের সমাপন নয়। পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘায়ু সিংহাসনের আর একটি অধ্যায়ের সমাপন। ১৪১৩ সালের প্রভাতকালেই নতুন অধ্যায়ের দিক নির্ণয়। পঃ বঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন। 'ভোটের বাদ্যি বাজিল'-এই শাসক দল এ মুহূর্তে মাওবাদী, নির্বাচন কমিশন এবং অনিল বিশ্বাস—এই ত্রিমুখী কালবৈশাখীকে সাথী করে বলছেন—'ওরি মাঝে আছে নববিধানের আশ্বাস দুর্ধর্ষ।' হয়তো বলছেন—

'হে নতুন, এসো তুমি সম্পূর্ণ গগন পূর্ণ করি পুঞ্জ পুঞ্জ রূপে ব্যপ্ত করি, লুপ্ত করি, স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে ঘনঘোর রূপে'।

তবু কেন জানি না, বুকের বাঁ দিকটায় একটু চিনচিনে ব্যথা লাগছে হয়তো। বছর শেষের 'বার্ড ফ্লু' মাওবাদী শিহরণে দলীয় ফ্লুতে পরিণত হয়ে ১৪১৩-র প্রভাতে ভিটে ফ্লু করে ছাড়বে না তো !!!

যাক্ ভেসে যাক্ (২য় পৃষ্ঠার পর)

পদ্মপাতায় মোড়া বোঁদের গন্ধ। স্বর্গলোকে দেবরাজ ইন্দ্রের অমৃতের স্বাদের মত। অনুষঙ্গ হিসাবে গাজনের ঢাকের আওয়াজ। পাঁপড়ভাজা, ঝুরি, বাঁশি সস্তা খেলনার দোকান। ছোটখাটো একটা মেলা। বারবার মনে হয় সেই সব দিনগুলোর মধ্যে ঢুকে যেতে। কিন্তু ছবি কত দ্রুত পালটিয়ে যায়। এখন

মাওবাদী নয় মাওবাদীদের মতো

চিত্ত মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রাজ্য সরকারের কোনও দপ্তর মানুষের সঙ্গে মানুষের মত ব্যবহার করেনা। কমরেডদের জন্য এক অন্যের জন্য আর এক। চিররুগ্ন, ভিখিরি, পঙ্গু, যক্ষ্মার রোগী সাহায্যের জন্য গেলে গলাধাক্কা অথবা পঞ্চায়েত দেখিয়ে দেওয়া হয়, বড়জোর একশো টাকা বা ৫ কেজি গম, তাও একবার। পার্টির কোন তদ্বির থাকলে স্থায়ী ডোলের ব্যবস্থা। আপনার জায়গায় আপনি দেওয়াল তুলছেন, পাশের কমরেডের নাপসন্দ হলে থানার দারোগা এসে বলবে এখানে শান্তিভঙ্গের আশংকা আছে, কাজ বন্ধ থাকবে। হয়ে গেলে। বুদ্ধবাবুর মরুদ্যানের জেলখানায় বিনা বিচারে হাজার খানেক মানুষ আটক আছে বিরোধী বলে। দলের লোক তাদের কথামত কাজ না করায় গণ আদালতে মেরে মাথা ফাটিয়ে দিলো। থানায় ঐ অবস্থায় সদলবলে এলেন বেলা ৯ টায়। বসিয়ে রেখে দারোগা ফোন করছে প্রথমে এস, সি, এস ; তারপরে প্রধান, তারপর জেড, সি, এস, এক না এক বাবাকে পাওয়া গেলে, তাকে খবরটা দিয়ে পাল্টা কেসের ব্যবস্থা করে বিকেলে এবার শুরু হবে দর কষাকষি। মাল দিলে জামিনের ধারা, না দিলে এই মাথা ফাটাদের বিরুদ্ধেই খুনের চেষ্টায় ৩০৭, আর কমরেডদের বিরুদ্ধে ১০৭ লাগু হবে। এরা কম করে ১৪ দিন হাজতে পচবে, কমরেডরা ঐদিন বিকেলেই পান চিবিয়ে বাড়ি। জজ-ম্যাজিস্ট্রেট এদেশে অসহায় অবস্থায় বিচার করেন অপরাধ দেখে নয় কাগজ দেখে। পুলিশই বিচার ব্যবস্থার ঐ দেখানোর শেষ কথা। বঙ্গের পুলিশের বড় অংশ থানায় থানায় যে ক্যাশ আর ভুঁড়ি বাগিয়েছে—শাসকদলের আনি দুয়ানিদেরকে দাদা বা গুরু বলে ডেকে চোদ্দবেসে চা খাইয়ে, কাজ করে দিয়ে যেভাবে বিরোধীদলসহ জনগণের গুষ্টির ষষ্টিপুজো সরকারী বেতন খেয়ে, সরকারী পোষাক লাগিয়ে রোজ ভারতের সংবিধানের চাঁদিতে ইয়ে ত্যাগ করেছে—তাতেও এরা নাকি ঘুষ আর অত্যাচারে ১২ নম্বরে। আচ্ছা এদের বান্দোয়ানে বদলি হয় না ?

(চলবে)

কী গ্রাম, কী শহর পয়লা বোশেখ অন্য রূপে সাজে। পদ্মপাতায় মোড়া সেই বোঁদের স্থান দখল করেছে প্যাকেট বন্দী আধুনিক খাদ্য। গাজনের ঢাকের আওয়াজ ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছে। এখন ষ্টিরিও অথবা ডেকে বন্দী রবীন্দ্রনাথ অথবা নজরুল। এছাড়া তো আছেই পপ—ডিসকো বা কোন হিন্দী ফিলমের চটুল সুর। কাকভোর থেকেই এই বর্ষবরণের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। তবে সব চলে যেন যান্ত্রিক লয়ে। এটা স্বীকার্য সত্য যে, পরিবর্তন আসবেই। শিক্ষা-সংস্কৃতি-আচার-আচরণ-প্রথা—এ থেকে মুক্ত নয়। তবে মনে লাগে যখন দেখি পরিবর্তনটা আমাদের মূল্যবোধে আঘাত হানছে। পরিবার-সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতি সর্বত্রই এই মূল্যবোধের অভাবের জ্বরে ধুঁকছে। তাই ধর্ম, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা—সামাজিক অসাম্য—রাজনৈতিক অস্থিরতা, প্রাচীন ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতনতার অভাব, বেকারত্ব, হতাশা ইত্যাদি মূল্যবোধের অবনতির জমিকে ক্রমশঃ করে তুলছে উর্বর। জীবনানন্দের ভাষায় ঃ পৃথিবীর গভীরতর অসুখ এখন।

নূতন বৎসর আমাদের হৃতমূল্যবোধ জাগ্রত করুক, অনাচার বিশৃংখলাকে খড়কুটোর মত ভাসিয়ে দিয়ে প্রাণে প্রাণ মিলিয়ে মানবতার জয়গান পরিবেশন করুক—এটাই আমাদের কাম্য। নূতন বৎসরে আমাদের কামনা হোক—'অর্থ নয়, কীর্তি নয়—স্বচ্ছলতা সব এবং শেষ কথা নয়—চাই বিবেক—চাই মূল্যবোধ।'

নবনির্মিত মহাবীর মন্দিরের উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ৬ এপ্রিল মহাসমারোহে জঙ্গিপুর মহাবীরতলায় নবনির্মিত মন্দিরের শুভ উদ্বোধন হয়ে গেল। সকালে নামসংকীর্তন দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পরে পুজোপাঠ ও রাতে ধর্মীয় সভার আয়োজন করা হয়। প্রায় ছ' হাজার ভক্তপ্রাণ মানুষ খিচুরি প্রসাদ গ্রহণ করেন। এলাকার যুব গোষ্ঠীর প্রচেষ্টা প্রশংসার দাবী রাখে।

শিক্ষাব্রতীর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের জোতকমল হাই স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মণীন্দ্রনাথ দাস ওরফে একুবাবু (৮১) গত ২২ মার্চ তাঁর রঘুনাথগঞ্জ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। দীর্ঘ ত্রিশ বছর তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে স্কুলের দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রচ্ছন্নভাবে যুক্ত ছিলেন একুবাবু। জোতকমল হাই স্কুলের শিক্ষক-অশিক্ষক-ছাত্র-ছাত্রীরা এক অনুষ্ঠানে একুবাবুর উদ্দেশ্যে শেষ শ্রদ্ধা জানান।

ক্রেতা উপভোক্তা বিষয়ক সচেতনতা সেমিনার

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সম্প্রতি রঘুনাথগঞ্জে মুর্শিদাবাদ ডিপ্রেস ক্লাসেস লীগের উদ্যোগে সচেতনতা এবং উপভোক্তা সুরক্ষা বিষয়ক এক আলোচনা সভা হয়ে গেল। অনুষ্ঠানে জেলা উপভোক্তা দপ্তরের আধিকারিক ও বিশিষ্ট বক্তারা উপস্থিত থেকে তাদের মতামত প্রকাশ করেন। এই বিষয়ের উপর বহরমপুর থেকে আগত একটি দল নাটক মঞ্চস্থ করে। প্রায় শতাধিক ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

আফিডেবিট

আমি খালেদা খাতুন, স্বামী সাহনওয়াজ বিশ্বাস, গ্রাম জয়রামপুর, পোঃ জঙ্গিপুর, থানা রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ। বিবাহের পর সর্বত্র আমি খালেদা খাতুন (বেগম) নামে পরিচিত। খালেদা খাতুন ও খালেদা খাতুন (বেগম) একই মহিলা প্রমাণে গত ১৪/২/২০০৬ বহরমপুর নোটারী আদালতে আফিডেবিট করলাম।

বিজ্ঞপ্তি

গত ৭ই মার্চ ২০০৫ সালে ধুলিয়ান ইউকো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে বেরিয়ে জেরক্স করতে যাওয়ার সময় মোটর সাইকেল থেকে ডিড হারিয়ে যায়। যার নং 16001 For 1976। যদি কোন ব্যক্তি পেয়ে থাকেন তাহলে নিম্নলিখিত ব্যক্তির কাছে জমা দিলে কৃতজ্ঞ থাকব।

Anup Periwal
Dhuliyan, Murshidabad
Mobile No.—9434000682

প্রাইভেট পড়ানো হয়

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের যত্নসহকারে পড়াই। ছোটদের অক্ষর শেখান হয়।

সোমা সরকার
C./O. বরুণ সরকার
হরিদাসনগর
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
ফোন ঃ ২৬৬৫১৭

ধর্মঘট উঠে গেল (১ম পৃষ্ঠার পর)

জঙ্গিপুর শাখার জনৈক কর্মী ক্ষোভের সঙ্গে জানান অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের শূন্য পদে কোন নিয়োগ না করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে বাড়তি কাজের বোঝা এবং দায়িত্ব। কর্মচারীদের ন্যায্য দাবী ৫০ শতাংশ পেনশনের চেয়ে অনাদায়ী ঋণের দায় নিয়ে কর্তৃপক্ষ বেশী চিন্তিত। অথচ বড় বড় ঋণ গ্রহীতাদের কোটী কোটী টাকা কেন মকুব হয়ে যায় তা জানা যায় না। তাই টাকার অভাবে নয় কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের উদাসীনতা আর অবাঞ্ছিত সিদ্ধান্তের ফলে সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছিল। সাতদিনব্যাপী এই আন্দোলনের ফলে প্রভাব পড়েছিল সমাজের সর্বস্তরে। প্রভাব পড়েছিল জাতীয় অর্থনীতিতে। ভেঙ্গে পড়েছিল দেশব্যাপী অর্থনৈতিক পরিকাঠামো। ভেঙ্গে পড়েছিল বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থা। রঘুনাথগঞ্জ এল আই সি দপ্তরে আদায়কৃত কোটি কোটি টাকা নিয়ে কর্তৃপক্ষ দুর্ভাবনায় পড়ে। ক্লিয়ারেন্সের অভাবে প্রচুর চেক জমে যায়। একই অবস্থা দেখা দেয় মুর্শিদাবাদ ডিষ্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কোঃ অপঃ ব্যাঙ্কের জঙ্গিপুর শাখায়। সেখানে চেক ক্লিয়ারেন্সের বড় সমস্যার পাশাপাশি ফান্ড ক্রাইসিস। টাকার অভাবে পেমেন্ট ঠিকমতো হয় না। গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক জঙ্গিপুর শাখার ম্যানেজার পরিষ্কার জানান—ইউ বি আই আমাদের স্পনসর্ড ব্যাঙ্ক। ওখানে ঠিক মতো সার্ভিস না পাওয়ার জন্যই স্টেট ব্যাঙ্কে যেতে হয়েছে। ইউ বি আই রঘুনাথগঞ্জ শাখা চেক ফেসিলিটি বা অন্যান্য সুবিধা দিলে আমরা এস বি আই-এর সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখবো না। স্থানীয় এক বড় ব্যবসায়ী তাঁর অসুবিধার কথা জানাতে গিয়ে ড্রাফ্‌ট সংগ্রহ করা কতটা হ্যাপা হয়ে পড়েছে এখানে ইউ বি আই ছাড়া অন্য কোন ব্যাঙ্ক না থাকাই তারই বিবরণ দেন। '৫০ হাজার টাকার বেশী ড্রাফট হয় না। এস বি আই-এ আমাদের এ্যাকাউন্ট থাকায় ড্রাফটের সময় সেখান থেকে টাকা এ্যাডজাস্ট হয়ে যায়। সেখানে টাকা গুণে বেছে প্রচন্ড চাপের মধ্যে ইউ বি আই কতগুলো ড্রাফট করতে পারবে?' আন্দোলন চলাকালীন নৈতিক সমর্থন জানিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিল সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের কর্মীরা। তাদের সক্রিয় ভুমিকা পরিস্থিতিকে যে আরও সমস্যাসংকুল করে তুলতো তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শেষ পর্যন্ত সাত দিনের মাথায় কেন্দ্রীয় সরকার ব্যাংক কর্মীদের ন্যায্য দাবী মেনে নেওয়ার ফলে ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ। তবুও কাজের স্বাভাবিক পরিষেবা যতদিন না ফিরে আসে ততদিন জনসাধারণের দুর্ভোগ যে অব্যাহত থাকবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

নাবালিকা মা হলো (১ম পৃষ্ঠার পর)

রিংকুর বিয়ে দিতে রাজি হন। কিন্তু পরে কথা রাখেন না। বর্তমানে ধুলিয়ানের জনৈক কাউন্সিলার কেস তুলে নেয়ার জন্য বিশু দাসের ওপর চাপ দিচ্ছেন বলে খবর।

পরিষেবা বাদ (১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রয়োজনে কোন বিজ্ঞপ্তি টাঙানো হয়নি। সাগরদীঘি বিদ্যুৎ প্রকল্পের বহু শ্রমিকও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এসে হয়রান হচ্ছেন। স্বাস্থ্য কেন্দ্রটির ভগ্নদশা ঘুচিয়ে আগের অবস্থায় ফিরে আসার স্বপ্ন এখনও এলাকাবাসীরা দেখেন।

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।